শ্রী শ্রী মাতঙ্গীধ্যানম্ঃ

তালীদলেনার্পিতকর্ণভূষাং
মাধ্বীমদোদ্ঘূর্ণিতনেত্রপদ্মাম্ ।
ঘনস্তনীং শম্ভুবধূং নমামি ।
তডিল্লতাকান্তিমনর্ঘ্যভূষাম্ ॥ ১॥

ঘনশ্যামলাঙ্গীং স্থিতাং রত্নপীঠে
শুকস্যোদিতং শৃণ্বতীং রক্তবস্ত্রাম্ ।
সুরাপানমত্তাং সরোজস্থিতাং শ্রীং
ভজে বল্লকীং বাদয়ন্তীং মতঙ্গীম্ ॥ ২॥

মাণিক্যাভরণান্বিতাং স্মিতমুখীং নীলোৎপলাভাং বরাং
রম্যালক্তক লিপ্তপাদকমলাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীম্ ।
বীণাবাদনতৎপরাং সুরনুতাং কীরচ্ছদশ্যামলাং
মাতঙ্গীং শশিশেখরামনুভজে তাম্বূলপূর্ণাননাম্ ॥ ৩॥

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং বেদৈঃ করৈর্বিভ্রতীং
পাশং খেটমথাঙ্কুশং দৃঢমসিং নাশায় ভক্তদ্বিষাম্ ।
রত্নালঙ্করণপ্রভোজ্বলতনুং ভাস্বৎকিরীটাং শুভাং
মাতঙ্গীং মনসা স্মরামি সদয়াং সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদাম্ ॥ ৪॥

দেবীং ষোডশবার্ষিকীং শবগতাং মাধ্বীরসাঘূর্ণিতাং
শ্যামাঙ্গীমরুণাম্বরাং পৃথুকুচাং গুঞ্জাবলীশোভিতাম্ ।
হস্তাভ্যাং দধতীং কপালমমলং তীক্ষ্ণাং তথা কর্ত্রিকাং
ধ্যায়েন্মানসপঙ্কজে ভগবতীমুচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীম্ ॥ ৫॥

ইতি শ্রীমাতঙ্গীধ্যানম্ ॥

দশমহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা হলেন শ্রী শ্রী মাতঙ্গী..! স্নেহময়ী জ্ঞানমুর্তি নবমা দেবী সমস্ত বিপদ থেকে ভক্তকে ত্রাণ করেন। মতঙ্গাসুরকে বধ করেছিলেন বলে তিনি মাতঙ্গী নামে পরিচিতা হন। শিবের নাম মাতঙ্গ, তার শক্তি মাতঙ্গী। মাতঙ্গী কে দেখলে ভুল করে সরস্বতী মনে হতে পারে।

মুর্তিতত্ত্বঃ
মাতঙ্গীর দেহবর্ণ সবুজ, তাঁর এক হাতে বীণা, অন্য হাতে তরবারি, মহাখর্পর এবং বরাভয়। তাঁর সঙ্গী হিসেবে টিয়াপাখিকে কল্পনা করা হয়।ত্রি-নয়নী দেবীর কপালে শিবের মতো আবার চাঁদ ও শোভা পাচ্ছে। গলায় কলহার ফুলের মালা পরে রয়েছেন। বীনা বাদনরতা দেবী মাতঙ্গীর পরিধানে সুবদ্ধ চেলি সুশোভিত। তিনি রক্তবর্ণ শাড়ী পরিহিতা আর হাতে শঙ্খপাত্র ধরে আছেন, তার মুখমণ্ডলে মধুপানের মৃদু আভা এবং ললাটে সুন্দর টিপ শোভা পাচ্ছে। এর বল্লকী (বীণা) ধারণ নাদের প্রতীক। কাকাতুয়ার পড়া গ্ৰহীং বর্ণের উচ্চারণ বীজমন্ত্রের প্রতীক।

পৌরাণিক তত্ত্ব অনুযায়ী দেবী মাতঙ্গী উৎসঃ
মহাদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী পার্বতী একদিন পিতৃগৃহে যেতে চেয়েছিলেন। মহাদেব ও চেয়েছিলেন যেতে! হিমালয়ে শিবকে আমন্ত্রণ জানান নি। পার্বতী বহুবার করে শিবকে যেতে বললেও শিব গেলেন না। তবে কথা দিলেন পার্বতীকে আনতে যাবেন। পার্বতী

পিতৃগৃহে গিয়ে শিবের কথা প্রায় ভুলেই গেলেন, শিব তখন এক মনিকারের ছদ্মবেশে হিমালয় যে পার্বতীর পিতৃগৃহে গেলেন !! মেয়েরা তো চিরকালই পাড়ার ইমিটেশনের দোকানে ভিড় জমায়। পার্বতীও তো মেয়ে নাকি !! যথারীতি বেশ কয়েকটা গয়না পছন্দ করে শিবকে মূল্য জিজ্ঞাসা করেন, শিব তার বিনিময়ে পার্বতীকে চাইলেন ! পার্বতী তো অবাক হয়ে গেলেন,একটা মনিকারের এতো স্পর্দ্ধা ,তাই আবার শিবের পত্নী ! তখনি তার মনে হলো এ নির্ঘাত মহাদেব। তিনি মহাদেব কে বললেন, তার ইচ্ছা পূরণ করবেন, কিন্তু সঠিক সময়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেব এর কাছে পার্বতী এক বিশেষ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন , তাকে দেখে শিব অবাক হয়ে বললেন , কে আপনি দেবী। কেনই বা এখানে। আপনার কি বা উদ্দেশ্য। ছদ্মবেশী পার্বতী বললেন , আমি তপস্যা করতে এসেছি। আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমি এক চণ্ডালিকা ,তপস্যা করতে এসেছি, দেবী হতে চাই। মহাদেব বললেন, আপনি আমাকে বিবাহ করুন। আমি মহাদেব। আমি পার্বতীর ন্যায় আপনাকে দেবী বানিয়ে দেবে।

পার্বতী এবার বুঝলেন শিব রসিকতা করছেন। পার্বতী মহাদেব এর সঙ্গে মিলিত হন।এরপর পার্বতী বললেন -হে দেবোদেব মহাদেব , আপনার থেকে নিজেকে লুকাবো ,আমার সাধ্য কি? বড়ো আনন্দ পেলাম এই খেলা খেলে। শিব বললেন , পার্বতী আমাকে পাওয়ার জন্যই তো তোমার এতো খেলা। তোমার এই বিশেষ রূপের নাম দিলাম মাতঙ্গী !

শ্রীমাতঙ্গীস্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ

অস্তি নানাবিধিংশস্তং বস্তুনাবৈনেকিনে বঃ ।
অমৃতাম্বুনিধের্মধ্যে মাণিক্য দ্বীপমাশ্রয়ে ॥ ১॥

সুধাতরঙ্গ সঞ্চারমারুতস্পর্শ শীতলম্ ।
কল্পদ্রুমকদম্বালি পারিজাতপটীরকৈঃ ॥ ২॥

নিবিডীকৃতমুদ্যানং নিষেবেনের্ভিরোৎসবম্ ।
তদলসলতোন্মীলৎকুসুমামোদ মেদুরম্ ॥ ৩॥

জাগর্তি মানসে মৎকেতেরুণং নীপকাননম্ ।
তস্যান্তরালতরলামুক্তমুক্তালতাততেঃ ॥ ৪॥

জ্যোতির্ময়মহন্নৌমিমিহতিং রত্নমণ্ডপম্ ।
সরস্বত্যা চ লক্ষ্ম্যা চ পূর্বাদিদ্বারভূমিষু ॥ ৫॥

শঙ্খপদ্মনিধিভ্যাং চ সততাধ্যুষি সংস্তুবে ।
ইন্দ্রাদীন্লোকপালান্ চ সায়ুধান্ সপরিচ্ছিদান্ ॥ ৬॥

মণ্ডপস্যবহির্ভাগেঽপ্যষ্টদিক্ষু ক্রমস্থিতান্ ।
অথধ্যায়ামি রত্নার্চিরয়ত্নাক্লৃপ্তদীপিকাম্ ॥ ৭॥

হরিচন্দন সংলিপ্তাং হারিণীং মণিদীপিকাম্ ।
তত্রত্রিকোণে পঞ্চারাষ্টারষোডশপত্রকৈঃ ॥ ৮॥

অষ্টাষ্টধারবেদোস্ত্রশ্চৈন্ময়ং বক্ত্র মীমহে ।
তস্যমধ্যে কৃতানাসাম সাধারণ বৈভবাম্ ॥ ৯॥

ইন্দুরেখাবতীমেণী লোচনাং বেণীশালিনীম্ ।
হাসাংশূল্লাসনাসীর নাসাভরণ মৌক্তিকাম্ ॥ ১০॥

মদরক্তকপোলশ্রী মগ্নমাণিক্য দর্পণাম্ ।
আনন্দহারিণীং তালদিলতাটঙ্কধারিণীম্ ॥ ১১॥

উচ্চপীনকুচামচ্ছহারাং তুচ্ছবলগ্নকাম্ ।

সুকুমারভুজাবল্লী বল্লেৎকঙ্কণরঙ্খিণাম্ ॥ ১২॥

বামস্তনমুখন্যস্ত বীণাবাদবনিোদনীম্ ।
বলনিাভনিভোভূত কাঞ্চী হারপ্রিভাং শুভাম্ ॥ ১৩॥

ন্যস্তকৈচরণাং পদ্মে সলীলাসালসাননাম্ ।
অনর্ধ্যলাবণ্যবতীং মাদনীং বর্ণ মাতৃকাম্ ॥ ১৪॥

অনঙ্গ শক্তজিীবাতু তদ্বক্ষিপে হরাঙ্গনাম্ ।
ত্র্যস্ররেতং প্রীতমিপি প্রণমামি মনোভবাম্ ॥ ১৫॥

দ্রাবণংরোষণঞ্চবৈ বন্ধনং মোহনং তথা ।
অস্ত্রমুন্মাদনাখ্যং চ পঞ্চমং পাতু মে হৃদি ॥ ১৬॥

কামরাজং চ কন্দর্পং মন্মথং মকরধ্বজম্ ।
মনোভবং চ পঞ্চার কোণাগ্রাবস্থতিং স্তুমঃ ॥ ১৭॥

ব্রাহ্মীং মাহশ্বেরীং চবৈকৌমারীং বষ্ণেবীমপি ।
বারাহীমপি মাহন্দ্রীং চ চামুণ্ডাং চণ্ডকিাং নুমঃ ॥ ১৮॥

লক্ষ্মীঃ সরস্বতীচবৈ রতঃি প্রীতস্তিথবৈ চ ।
কীর্তশ্রিান্তচি পুষ্টশ্চিতুষ্টরিত্যিষ্টকং ভজে ॥ ১৯॥

বামাজ্যষ্ঠা চ রৌদ্রী চ শান্তঃি শ্রদ্ধাসরস্বতী ।
ক্রয়িাশক্তশ্চি লক্ষ্মীশ্চ সৃষ্টশ্চিবৈতু মোহনিী ॥ ২০॥

তথাপুর্ণাদনিে চাশ্বাসনিীবালী তথবৈ চ ।
বদ্যিুন্মালন্যিথসুরা নন্দাদ্যা নাগবদ্ধকিা ॥ ২১॥

ইতষিোডশ শক্তীনাং মণ্ডলং মানয়ামহে ।
অসতিাঙ্গো রুরুশ্চণ্ড ক্রোধনোন্মত্তভরৈবাঃ ॥ ২২॥

কপালীভীষণশ্চবৈ সংহারশ্চতেি পান্ত্বমী ।
মাতঙ্গীং সদ্ধিলক্ষ্মীং চ মহামাতঙ্গকিামপি ॥ ২৩॥

মহতীং সদ্ধিলক্ষ্মীং চ তুর্যাং চ তদুপাস্মহে ।
গণনাথশ্চ দুর্গা চ বটুকঃ ক্ষত্রেপোঽবতু ॥ ২৪॥

শক্তরিূপাণি চাঙ্গানি মনসাঙ্গী করোম্যহম্ ।
হংসমূর্তঃি স চ পরঃ প্রকাশানন্দ দশেকিঃ ॥ ২৫॥

পূর্ণোনত্যিশ্চবরুণঃ পাতু মাং পঞ্চদশেকিী ।
শবিত্বোংশষেকাদবেি মাতঙ্গশ্বেরি মানয়ে ॥ ২৬॥

ঈক্ষে চ মানসমেৎকে ক্ষত্রেপালং কৃপালয়ম্ ।
শুকনিী শোকনর্িহন্ত্রী সবীণাবণেি ভাসুরা ॥ ২৭॥

সুরার্চতিা প্রসন্না চ সংবদ্ভিবতি শাম্ভবী ॥ ২৮॥

মদনেশোণা পদপাঙ্গকোণা বভিক্তবীণা নগিমপ্রবীণা ।
এণাঙ্ক চূডাকরুণাধুরীণা প্রীণাতু বঃ পোষতি পুষ্পবাণা ॥ ২৯॥

সংবন্মিয়ংরুদ্র বসন্নতোষনিঃ সাধকীন্দ্র ভৃঙ্গকুলঃ ।
কমপুষ্পাঞ্জলি রষেমতাং মাতঙ্গকন্যকা যাঃ ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমাতঙ্গীস্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তা ॥

Published on: Jan, 14 2023 11:51